আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে

মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত জেলা রোকন সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন বলেছেন, নির্বাচনের আগে সরকারকে গণভোট দিতেই হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেহেরপুর শহরের পশুহাটসংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা রোডে জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এ রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর (১) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খান। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিম সদস্য, গাংনী (২) আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা কর্মপরিষদ ও শুরা কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী মাওলানা রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, গাংনী উপজেলা আমির ডা. রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাশ।

সম্মেলনে জেলা জামায়াতের রোকন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার ধানশিঁড়ি রিসোর্টের সুইমিং পুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম। সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও লুৎফন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান।

সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, পর্যাপ্ত জলাশয় ও পুকুর না থাকায় আমরা সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করায় আমরা খুবই উপকৃত হবো এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো।

জেলা প্রশাসক ড. আবদুল সালাম বলেন, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলায় পানিতে ডুবে অনেক শিশু মারা যায়, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

জেলায় পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বারবার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এতে সচেতন মহল ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ

থেকে জেলার প্রতিটি গ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা শহর ও গাংনীতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দিনব্যাপী কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনা ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সংস্কৃতি ও খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, প্রফেসর আব্দুল হামিদ ও প্রফেসর কাজী আশরাফুল আলমসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি সমর্থিত বনাম জামায়াত-বিএনপি মিশ্র প্যানেল; লড়াইয়ে ১৪ প্রার্থী

আজ মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের নির্বাচন। মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টায় শুরু হবে ভোট গ্রহণ, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

দুটি প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন ১৪ জন। তবে দীর্ঘ আওয়ামী শাষণের পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন। নির্বাচনে দুটি প্যানেলের একটিতে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল, অপরটি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত মিশ্র প্যানেল গঠণ করায় এ নিয়ে চলছে আলোচনা- সমালোচনা।

বিএনপি সমর্থিত প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারী পদে কাজী মিজান মেনন, সদস্য পদে মো: সামসুর রহমান, দবির হোসেন, নাজমুন নাহার রিনাও খ: মো: ইব্রাহীম আলী (লাল মিয়া) প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

অপর মিশ্র প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামায়াত নেতা আল আমিন ইসলাম বকুল, সেক্রেটারী সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, নির্বাহী সদস্য পদে জামায়াত নেতা নুর রহমান, বিএনপি নেতা একেএম আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, মো: নজরুল ইসলাম ও সোহেল রানা।

এ প্যানেলে চারজন জামায়াত সমর্থিত এবং তিনজন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩৩ বছর পর আজ মেহেরপুর রেড

ক্রিসেন্ট ইউনিটের ভোট

৩৩ বছর পর আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের নির্বাচন। দীর্ঘ সময় ধরে সদস্যদের সরাসরি ভোটের সুযোগ না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি কার্যত নেতৃত্বের একচেটিয়া দখলে পরিণত হয়েছিল বলে অভিযোগ সদস্যদের একটি অংশের।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ৩৩ বছর ধরে আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট একরামুল হক হীরা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি মেয়াদেই প্রস্তাবিত কমিটিই অনুমোদিত হওয়ায় নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এতে সংগঠনের ভেতরে নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগও সীমিত থেকেছে বলে মনে করেন অনেকে।

রেড ক্রিসেন্টের জেলা ইউনিটটি মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকলেও, সংগঠনটির গণতান্ত্রিক কাঠামো অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছিল বলে পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য। ভোট প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় এবার সেই স্থবিরতা কাটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভোটের ঘোষণা আসার পর থেকেই পুরনো সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই এটিকে ‘সংগঠনের পুনর্জাগরণের সূচনা’ হিসেবেই দেখছেন। কেউ কেউ বলছেন, এই নির্বাচন শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তনের নয়, বরং রেড ক্রিসেন্টের প্রতি আস্থা পুনর্গঠনেরও সুযোগ তৈরি করবে।

২০০১ সালে আজীবন সদস্য হওয়া আনোয়ারুল হক কালু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সদস্য হয়েছি প্রায় ২৪ বছর আগে, কিন্তু কোনো ভোট দিতে পারিনি। প্রতিবছরই প্রস্তাবিত কমিটি গঠিত হয়েছে, সদস্যরা শুধু সমর্থনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেছেন।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, ৪০ বছর আগে সদস্য হয়েছি। ২০০১ সাল থেকে আজীবন সদস্য। একবার ব্যাপক চাপের মুখে ১৯৯২ সালে ভোট হয়েছিল, তারপর আর কার্যনির্বাহী কমিটির ভোট হয়নি।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব রেড ক্রিসেন্টের কমিটিতেও কম নয়। অতীতে আওয়ামী লীগপন্থী নেতৃত্বের প্রভাবসহ একটি গোষ্ঠী নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রেখেছিল। এবার ভিন্ন ধারা থেকে

প্রার্থীরা এগিয়ে আসায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
দীর্ঘদিন সমর্থন ভোটে মেহেরপুর ইউনিটের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকা অ্যাডভোকেট একরামুল হক হীরার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যদি এই নির্বাচন স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এটি ভবিষ্যতে সংগঠনের গণতান্ত্রিক চর্চাকে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস চাকরি করেন পোস্টমাস্টারের

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক তারকা ইমরুল কায়েস এখন মেহেরপুরের উজলপুর ডাকঘরের কাগজে-কলমে কর্মচারী। তার মাসিক সম্মানী মাত্র চার হাজার চারশত নব্বই টাকা। কিন্তু যে ডাকঘরে তিনি কর্মরত বলে সরকারি রেকর্ডে দেখা যায়, সেই অফিসের অস্তিত্বই মেলে না বাস্তবে।

বিষয়টি জানাজানি হতেই মেহেরপুর জুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা- সমালোচনা। অনেকে অবাক হয়ে বলছেন, জাতীয় দলের ক্রিকেটার কি সত্যিই সাড়ে চার হাজার টাকার সরকারি চাকরিজীবী? নাকি এটি প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া এক নামমাত্র নিয়োগ?

উজলপুর গ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক চিঠি ও নথিপত্র ফেরত যাচ্ছে প্রেরকের কাছে। ফয়সাল নামের একজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার ভিসা সংক্রান্ত কাগজ পাননি, সে চিঠি আবার যুক্তরাষ্ট্র ফেরত গেছে। আবার কেউ চাকরির সাক্ষাৎকারের ডাক হারিয়েছেন। এমন অভিযোগ পেয়ে সরজমিনে উজলপুর গ্রামে গেলে দেখা যায়, গ্রামটিতে ডাকঘরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কোথাও কোনো সাইনবোর্ড নেই, নেই পোস্ট অফিসের কোন চিহ্ন।

চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করতেই কেউ বললেন, এই এলাকায় তো কোনো

পোস্ট অফিস নাই। অন্য কেউ বললেন, ইমরুল কায়েসের বাবা ও দাদা নাকি আগে কাজ করতেন।সে সময় তাদের বাড়িতেই ডাকঘর ছিল। এখন কে বা কারা কাজ করছে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নাই।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের রেকর্ডে দেখা যায়, উজলপুর ডাকঘরে ইমরুল কায়েস ও আব্দুল জলিল ইডিএ পদে এবং রাজু আহমেদ ইডিএমসি পদে কর্মরত। কিন্তু গ্রামের মানুষ জানে না, তারা কারা বা কোথায় আছেন। জলিল নামে একজন চিঠি বিলি করতেন, পরে তিনি বিদেশে চলে গেছেন বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইমরুল কায়েস বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘চার-পাঁচ বছর হলো ইমরুল কায়েস ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিস্তারিত জানতে হলে বিভাগীয় ডাক পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে ইমরুল আমাদের এলাকার ছেলে, তারকা ক্রিকেটার, মেহেরপুরের গর্ব। তাকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু না লিখলেই ভালো।’

বিভাগীয় ডাক পরিদর্শক অলক কুমার বিশ্বাস মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘২০২১ সালে তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডিও অনুযায়ী ইমরুল কায়েসকে উজলপুর ডাকঘরের ইডিএ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাসিক সম্মানী ৪৫০০ টাকা। এটি লাভজনক কোনো পদ নয়।’

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, যে ডাকঘর বাস্তবে নেই, সেখানে কীভাবে সরকারি নিয়োগ কার্যকর থাকে?

অস্ট্রেলিয়া থেকে মুঠোফোনে ইমরুল কায়েস বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন প্রতিবেদকের সাথে। তিনি ডাক বিভাগে তার সম্পৃক্ততা এবং সাম্প্রতিক সময়ে চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রাম পোস্টমাস্টারদের কাজ চিঠি বিলি করা না। আমি পোস্ট অফিসের অনুরোধে তাদের সাথে আমার নামটি যুক্ত করেছি, যাতে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি পোস্টম্যানের ভুল, আমার নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘জলিল সাহেব এখন ওমরাহ করতে সৌদি আরব অবস্থান করছেন। দেশে ফিরলেই সমস্যা সমাধান করবেন।’
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, ‘বিষয়টি

আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখব, সত্যতা মিললে প্রয়োজনীয় করণীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা।’

স্থানীয়রা বলছেন, ইমরুল কায়েস দেশের একজন সফল ক্রিকেটার, তার পরিবারও প্রভাবশালী। ইমরুলের শ্বশুর জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি দেশের শীর্ষ একজন ঠিকাদার ও পরিবহন ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেরই প্রশ্ন, গ্রামের কোনো দরিদ্র ছেলেকে এই পদে সুযোগ না দিয়ে এমন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়াটা কতটা ন্যায্য?

উল্লেখ্য, ইমরুল কায়েসের দাদা কায়েম বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া থেকে পঞ্চাশের দশকে মেহেরপুরে এসে বসতি গড়েছিলেন। তার দাদা ও পিতার দুজনেই দুপুরবে গ্রাম পোস্টমাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন। তার পিতা বনি আমিন বিশ্বাস ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তবে, যে গ্রামে ডাকঘরের অস্তিত্বই নেই, যেখানে কর্মচারীরা দেশের বাইরে, সেই অফিসের মূল পদে একজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার, এই নিয়োগ কতটা নিয়মতান্ত্রিক আর কতটা প্রভাবের ফল, সেটিই এখন মেহেরপুর জুড়ে আলোচনার বিষয়।

আ.লীগের লকডাউন প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে এবং মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের

প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা “স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জিন্দাবাদ” এবং “মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিল করো” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা শহীদ সংসদ জিয়া মঞ্চের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদ এবং জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্সসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বিকেল চারটার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হন। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে থাকা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিলসহ

অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে দমকলের দল।

বাসভবনে একা থাকেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়নি বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার।

উল্লেখ্য, এ সময় সংবাদকর্মীরা ভেতরের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ ধারণ করতে গেলে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবলরা গণমাধ্যম কর্মীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার কমাতে মেহেরপুরে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একজন-দু’জন বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে। নদীতে ডুবে বা পুকুরে ডুবে মারা যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, তাদের সাঁতারটা জানা নেই। তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অন্তত তারা যদি সাঁতারটা জানে, তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাঁতার প্রশিক্ষণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

বুধবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদে নবনির্মিত সুইমিং পুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরও বলেন, আজ মেহেরপুর সদরে সাঁতার কাটার এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হলো। অন্য উপজেলাতেওনির্দেশনা দেওয়া আছে, আজ থেকে

সব উপজেলায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চালু হবে। ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত আপাতত পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে আমাদের ছেলে-মেয়ে যারা সাঁতার জানে না, তাদের এই পুকুরে বা নদীতে যেতে না দিই। সকলে একটু সচেতন থাকি, সতর্ক থাকি।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে প্রায়ই দেখা যায়, সাঁতার না জানার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। যোগদানের পর থেকেই এই ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক বাচ্চা মারা যাওয়ার খবর শোনা গেছে। আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানিয়েছি, যেসব শিক্ষার্থী সাঁতার জানে না তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে, যাতে কোনো বাচ্চা প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অথবা সাঁতার না জানার কারণে মারা না যায় কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়।

এছাড়াও এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।